দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 JUL 2003
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫

বেড়া । মুরাদপুর গ্রামের নুরুন্নাহার তার স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান করছেন -ইত্তেফাক

৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে বেড়ার একটি উপ-আনুষ্ঠানিক স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম

বেড়া (পাবনা) থেকে সংবাদদাতা । যমুনা নদী বিধৌত চৌহালীর দুর্গম চরাঞ্চলের একটি গ্রাম মুরাদপুর। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এ গ্রামের প্রায় সব বাড়ি একই রকম দেখা গেলেও নুরুন্নাহার পারভীনের বাড়ির চিত্রটা অন্যরকম। বাড়ির চারদিকে চাটাই-এর বেড়া। বসতিঘরের পাশেই দোচালা টিনের ঘর। দূর থেকে বোঝাই যায় না এটি একটি স্কুল ঘর।

প্রতিদিন এখানে ৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করে। সবাই তৃতীয় শ্রেণীর। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এ ঘরের সামনেই ওড়ানো হয় জাতীয় পতাকা। স্কুলের শিক্ষিকা নুরুন্নাহার জানান, এটি একটি উপ আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। তিনি একাই এ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। এক নাগারে ৪ ঘন্টা ১৩ জন ছাত্র ও ১৭ জন ছাত্রীকে তিনি পাঠদান করেন। স্কুলটি চালায় "মানব মুক্তি" নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন সংস্থা। নিজে স্কুলে বসেই লেখাপড়া দেয়া ও নেয়া হয়। যার ফলে বাড়িতে লেখাপড়ার কোন ঝামেলা নেই।

৩০ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে দু'হাজার সালে স্কুলটি চালু করা হয়। আগামী দু' বছরের মাথায় এরাই পঞ্চম শ্রেণী পাস করে বেরুবে। প্রতিটা ছাত্র-ছাত্রীকে আনন্দ বিনোদনের মাধ্যমে বাংলা, ইংরেজী, অংকসহ প্রভৃতি শেখানো হয়। এখানে শিক্ষার যাবতীয় উপকরণ ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয় বলে জানালেন মানব মুক্তি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক হাবিবুল্লাহ বাহার। তাদের পরিচালনাধীন ১১টি এ ধরনের স্কুল চালু আছে।